তথ্যবিবরণী                                                                                       নম্বর : ২০৮৬

**শেখ হাসিনা থাকলে দেশ এগিয়ে যাবে, আজকের বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুকন্যার কোনো বিকল্প নেই**

**-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৪ পৌষ (১৯ ডিসেম্বর) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘শেখ হাসিনা থাকলে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে, আজকের বাংলাদেশে জননেত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যার কোনো বিকল্প নেই। যে যত কথাই বলুক রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে যিনি ‘না’ বলতে পারেন এবং বড় রাষ্ট্রের থাবা যিনি উপেক্ষা করতে পারেন, তিনি হচ্ছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা।’

আজ চট্টগ্রামে হোটেল আগ্রাবাদের ইছামতি হলে ‘ইনল্যান্ড ভেসেল ওনার্স এসোসিয়েশন অভ্‌ চিটাগাং’র উদ্যোগে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন নৌ-বন্দর ও গন্তব্যে পণ্য পরিবহণ পরিচালনা কার্যক্রম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে শেখ হাসিনার মতো সাহস রাখে বাংলাদেশে এমন আর কোনো নেতা আছে কি না -প্রশ্ন রেখে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিশ্বব্যাংককে বৃদ্ধাঙ্গুলি জানিয়ে দেশ নিজের টাকায় পদ্মাসেতু করতে পেরেছে। বিশ্বব্যাংকও যা ভাবেনি, বঙ্গবন্ধুকন্যা সেটি করে দেখিয়েছেন। এরপর বিশ্ব ব্যাংক আবার টাকা দিতে চেয়েছিল, তিনি বলেছেন, পদ্মাসেতুতে নয়, টাকা দিতে চাও অন্য প্রকল্পে দাও।’

চট্টগ্রাম ৭ আসনের এমপি ড. হাছান বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী পুরো দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। চট্টগ্রামে বে-টার্মিনাল নির্মাণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বে-টার্মিনালে স্বাভাবিক সময়ে ১২ মিটার ড্রাফটের জাহাজ থাকবে এবং সেটিকে একটু ড্রেজিং করে জোয়ারের সময় ১৪ মিটার ড্রাফটের জাহাজও ঢুকতে পারবে।

পাশাপাশি মাতারবাড়িতে ১৮ মিটার ড্রাফটের জাহাজ ভিড়তে পারার মতো করে বন্দর তৈরি করা হয়েছে। এই দুই জায়গা থেকে ছোট ছোট কার্গোশিপে করে পায়রা, মংলা এবং ঢাকা শহরের আশপাশে যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো হয়েছে সেখানে পণ্য পরিবহণ করা হবে, এখন যেভাবে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে কিছুটা করা হয়।' তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী এই মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন শুধু চট্টগ্রাম কিংবা বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে নয়, পুরো অঞ্চলের কথা মাথায় রেখে বে-টার্মিনাল ও মাতারবাড়িতে গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম বন্দর থেকে আগরতলার দূরত্ব মাত্র ৮০ কিলোমিটার উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ‘ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আমার কথা হয়েছে, তিনি জানিয়েছেন, আসাম উদগ্রীব হয়ে বসে আছে, কখন তারা চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করতে পারবে। আমাদের সরকারের সাথে চুক্তি হয়েছে এবং একই সাথে অবকাঠামগত উন্নয়ন করা হয়েছে। রামগড় দিয়ে রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে, আখাউড়া দিয়ে রেলপথ নির্মাণ করা হয়েছে।’

তথ্যমন্ত্রী বলেন, সমস্ত কিছুকে মাথায় নিয়ে প্রধানমন্ত্রী এই মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। চট্টগ্রামকে ঘিরে অনেক পরিকল্পনা হয়েছে, বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু শিল্পনগর যখন পুরো উদ্যোমে চালু হবে, তখন সেখানে কমপক্ষে ১৫ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হবে। বেশ কয়েকটা ইন্ডাস্ট্রি ইতিমধ্যে উৎপাদনে গেছে। আগামী বছর মার্চ নাগাদ সেখানে দেশের প্রথম ইলেকট্রিক গাড়ি নির্মিত হবে। তিনি বলেন, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ফোর লেনেও হচ্ছে না, এখন সিক্স লেনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। রাস্তার পাশাপাশি আমাদের ওয়াটার ট্রান্সপোর্টেশন বাড়াতে হবে। এটি পরিবেশবান্ধব, একই সাথে নদীর নাব্যতাও ঠিক রাখে। ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত রেল চালু হয়েছে। এ সমস্ত উদ্যোগ এবং বাস্তবায়ন মানুষের স্বপ্নকেও হার মানিয়েছে।

ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান বলেন, গত ১৫ বছরে ব্যবসা-বাণিজ্যে অনেক সমৃদ্ধি এসেছে। ব্যবসায়ী সমাজকে অনুরোধ জানাবো, ব্যবসা এমন একটা জিনিস সেটির মাধ্যমে শুধু নিজের জন্য নয়, সমাজের জন্যও অনেক কিছু করা যায়। মাথায় রাখতে হবে এই দেশটা আমাদের সবার। সুতরাং নিজের কল্যাণের পাশাপাশি জনকল্যাণের কথাটাও মাথায় রাখতে হবে। তিনি বলেন, ভারতের একটি পত্রিকায় খবর আসল, আর সেটির সূত্র ধরে বাংলাদেশের একটি পত্রিকা খবর ছাপালো মার্চ পর্যন্ত পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করছে ভারত, এক ঘণ্টার মধ্যে পেঁয়াজের দাম বেড়ে গেল এবং গ্রাম পর্যায়ে খুচরা বিক্রেতাও দাম বাড়িয়ে দিল। এটাতো অসাধু ব্যবসায়ীদের কাজ ছাড়া অন্য কিছু নয়। সুতরাং এই ধরনের কাজগুলো যাতে কেউ না করে সেক্ষেত্রেও অ্যাসোসিয়েশনের একটি ভূমিকা রাখা প্রয়োজন।

আসন্ন নির্বাচন নিয়ে হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘দেশের এই উন্নয়ন অগ্রগতি অব্যাহত রাখার জন্য আপনারা আগামী নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রে যাবেন, সবাইকে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে অনুরোধ জানাবেন। দেশে নির্বাচন নিয়ে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে। নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করবেন।’

‘ইনল্যান্ড ভেসেল ওনার্স এসোসিয়েশন অভ্‌ চিটাগাং’র সভাপতি হাজী শফিক আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা ৭ আসনের এমপি হাজী মোঃ সেলিম, চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দিন। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট কার্গো এজেন্টস এসোসিয়েশনের সভাপতি বেলায়েত হোসেন, সাধারণ সম্পাদক অমল চন্দ্র দাস। আইভোয়াক এর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোঃ আজিজুর রহমান, নরোত্তম সাহা পলাশ, কাজী মনিরুল ইসলাম, খালেদ মাহমুদ প্রমুখ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

#

আকরাম/পাশা/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/২২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                       নম্বর : ২০৮৪

**দু’দিনব্যাপী বাংলাদেশ ও ভারত নৌসচিব পর্যায়ের সভা**

ঢাকা, ৪ পৌষ (১৯ ডিসেম্বর):

দু’দিনব্যাপী বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে নৌসচিব পর্যায়ের সভা, প্রটোকল অন ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রানজিট এন্ড ট্রেড (পিআইডব্লিউটিএন্ডটি) এর অধীন স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা এবং ইন্টার গভার্নমেন্টাল কমিটির (আইজিসি) প্রথম দিনের সভা আজ ঢাকায় ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মোস্তফা কামাল এবং ভারতের পোর্টস, শিপিং এন্ড ওয়াটারওয়েজ মন্ত্রণালয়ের সচিব টি কে রমাচন্দ্রন (T K RAMACHANDRAN) উদ্বোধন অনুষ্ঠানে নিজ নিজ দেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেন।

বাংলাদেশের পক্ষে উক্ত সভাসমূহে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর-সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ৩১ সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধিদল এবং ভারতের পক্ষে ২৩ সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে।

আজ সকালে প্রটোকল অন ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রানজিট এন্ড ট্রেড (পিআইডব্লিউটিএন্ডটি) এর অধীন স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা হয়। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা-১) শেখ মোঃ শরীফ উদ্দিন এনডিসি এবং ভারতের পক্ষে ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ অথরিটি অব ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান সঞ্জয় বন্দোপাধ্যায় (SANJAY BANDOPADHYAY) নিজ নিজ পক্ষে নেতৃত্ব দেন।

বিকেলে ইন্টার গভার্নমেন্টাল কমিটির (আইজিসি) সভায় দু’দেশের সচিব নেতৃত্ব দেন। আগামীকাল নৌসচিব পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হবে। দু’দেশের পক্ষে নিজ নিজ দেশের সংশ্লিষ্ট সচিব উক্ত সভার নেতৃত্ব দেবেন।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/২১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                       নম্বর : ২০৮৩

**বর্তমান সরকার মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও**

**স্মৃতি সংরক্ষণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে**

**-- আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্**

বরিশাল, ৪ পৌষ (১৯ ডিসেম্বর):

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক (মন্ত্রী পদমর্যাদা) আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেছেন, মহান মুক্তিযুদ্ধ তথা বাংলাদেশের অস্তিত্ব আর অগ্রসরতার নেতৃত্বে ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে দেশ ও জাতিকে সফলভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁরই উত্তরাধিকারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ আজ বরিশাল জেলার গৌরনদীতে উপজেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয় চত্বর থেকে বিজয় দিবস র‌্যালি পূর্বক এক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ জাতির সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সন্তান। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক আগ্রহে সকল শ্রেণির বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক সম্মানি ভাতা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংবলিত ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ও সমন্বিত তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই মুক্তিযোদ্ধাদের, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা, খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা এবং যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে বিশেষ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেন, বর্তমান সরকার মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও স্মৃতি সংরক্ষণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধপূর্ব ঐতিহাসিক ঘটনাবলি, মুক্তিযুদ্ধকালীন ঘটনা ও স্থানসমূহকে আগামী প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে নানাবিধ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। তিনি আরো বলেন, ইতোমধ্যে জেলায় জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্প কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তিনি বরিশালের দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণি পেশার মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

#

আহসান/পাশা/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৮২

**সিইটিপি ও ট্যানারিগুলোতে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণের নির্দেশ শিল্প সচিবের**

সাভার (ঢাকা), ৪ পৌষ (১৯ ডিসেম্বর) :

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জাকিয়া সুলতানা আগামী ঈদুল আজহার পূর্বেই সাভারের হেমায়েতপুরে অবস্থিত বিসিক চামড়া শিল্পনগরীর সেন্ট্রাল ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (সিইটিপি) ও ট্যানারিগুলোতে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণের নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি সিইটিপি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা নিশ্চিতের লক্ষ্যে ইফ্লুয়েন্ট বিল এবং পানির বিল আদায় শতভাগে উন্নীতকরণে জোর দেয়ার নির্দেশ দেন। সিইটিপির পাশাপাশি ট্যানারিগুলোর কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণে পরিদর্শন দল গঠন করে নিয়মিত ট্যানারি পরিদর্শনপূর্বক ট্যানারি মালিকগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তার নির্দেশ প্রদান করেন তিনি।

আজ সাভারের হেমায়েতপুরে অবস্থিত বিসিক চামড়া শিল্পনগরী পরিদর্শনকালে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এসব নির্দেশনা প্রদান করেন। এ সময় তিনি শিল্পনগরী কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে বিসিক ও সিইটিপি পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ওয়েসটেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট কোম্পানি লিমিটেডের কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্টদের সাথে শিল্পনগরী ও সিইটিপির সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন।

বিসিক ও সিইটিপি পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান DTIEWTPCL এর পক্ষ হতে শিল্পনগরীর প্লটের লিজ ডিড সম্পাদন, সিইটিপির সমস্যা ও সমস্যা হতে উত্তরণের জন্য সম্ভাব্য সমাধানের বিষয়ে সিনিয়র সচিবকে অবহিত করা হয়।

আগামী ঈদুল আজহার পূর্বেই সিইটিপির সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্নসহ কমপ্লায়েন্স অর্জনে ওয়ার্ক প্ল্যান দ্রুত বাস্তবায়নের তাগিদ দিয়ে তিনি বলেন, যথাযথভাবে চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে ঢাকায় আরেকটা এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে আরো দু’টি সিইটিপি স্থাপনের চেষ্টা চলছে। যেসব ট্যানারি প্লট নিয়ে দীর্ঘদিন ফেলে রেখেছে তাদের প্লট দ্রুত বাতিল করে নতুন উদ্যোক্তাদের দেয়ার জন্য তিনি প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। নতুনভাবে প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তা ও উপজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়ার পরামর্শ দেন তিনি।

আলোচনা সভায় বিসিক চেয়ারম্যান মুহঃ মাহবুবর রহমান, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ শামীমুল হক-সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে সিনিয়র সচিব সিইটিপির বিভিন্ন অংশ সরেজমিন পরিদর্শন করেন এবং মেরামত কার্যক্রম জোরদারকরণে গুরুত্বারোপ করেন এবং সিইটিপির ল্যাবরেটরি পরিদর্শনকালে এটিকে আন্তজার্তিক মানে উন্নীতকরণে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন।

#

মাহমুদুল/পাশা/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/২০৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী    নম্বর: ২০৮১

**বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বাঙালির অমূল্য সম্পদ**

**-- ড. আ আ স ম আরেফিন সিদ্দিক**

ঢাকা, ৪ পৌষ (১৯ ডিসেম্বর) :

ঢাকা বিশ্বদিব্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. আ আ স ম আরেফিন সিদ্দিক বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বাঙালির অমূল্য সম্পদ। এই ভাষণ এবং এই ভাষণের তাৎপর্য নতুন প্রজন্মের কাছে অডিও, ভিজ্যুয়াল-সহ তুলে ধরতে হবে। একটি দেশের স্বাধীনতার জন্য বঙ্গবন্ধুর যে সুদূরদর্শী চিন্তাভাবনা ছিল তা এই ভাষণের মাধ্যমে ফুটে উঠেছিল।

আজ বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের সেমিনার হলে “স্বাধীনতার ৫২ বছর ও বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ” শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি সম্মাননীয় আলোচক হিসেবে এসব কথা বলেন। ফিল্ম আর্কাইভের মহাপরিচালক মোঃ জসীম উদ্দিন সভায় সভাপতিত্ব করেন।

বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরের মহাপরিচালক মোঃ কামরুজ্জামান, বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া; আরকাইভস ও গ্রন্থগার অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. সালমা মমতাজ; বাংলাদেশ চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতির সাবেক সভাপতি, চলচ্চিত্র পরিচালক মুশফিকুর রহমান গুলজার ও চলচ্চিত্র গবেষক, লেখক, শিক্ষক মঈনুদ্দীন খালেদ আলোচনায় অংশ নেন। অনুষ্ঠানের প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ মোফাকখারুল ইকবাল, স্বাগত বক্তব্য রাখেন পরিচালক ফারহানা রহমান।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়-সহ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

[সম্পর্কে](https://www.youtube.com/about/)[প্রেস](https://www.youtube.com/about/press/)[কপিরাইট](https://www.youtube.com/about/copyright/)[আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন](https://www.youtube.com/t/contact_us/)[ক্রিয়েটর](https://www.youtube.com/creators/)[বিজ্ঞাপন](https://www.youtube.com/ads/)ডেভেলপার[শর্তাবলী](https://www.youtube.com/t/terms)[গোপনীয়তা](https://www.youtube.com/t/privacy)[নীতি এবং নিরাপত্তা](https://www.youtube.com/about/policies/)[YouTube কীভাবে কাজ করে](https://www.youtube.com/howyoutubeworks?utm_campaign=ytgen&utm_source=ythp&utm_medium=LeftNav&utm_content=txt&u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fhowyoutubeworks%3Futm_source%3Dythp%26utm_medium%3DLeftNav%26utm_campaign%3Dytgen)[নতুন ফিচার ব্যবহার করে দেখুন](https://www.youtube.com/new)

Bottom of Form

#

মোফাকখারুল/পাশা/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/১৮৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৮০

**বিএনপি'র নির্বাচনে অংশগ্রহণ বিষয়ে কৃষিমন্ত্রীর বক্তব্য নিয়ে কোনো বিভ্রান্তির অবকাশ নেই**

ঢাকা, ৪ পৌষ (১৯ ডিসেম্বর) :

১৭ ডিসেম্বর রবিবার নিজ বাসভবনে চ্যানেল ২৪-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাকের বক্তব্য নিয়ে রাজনৈতিক মহলে এবং গণমাধ্যমে নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ায় তিনি গতকাল ১৮ ডিসেম্বর সোমবার তাঁর অফিসে গণমাধ্যম কর্মীদের কাছে নিজ বক্তব্যের ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন। তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ যুক্তিপূর্ণ ভাষায় নিজ বক্তব্যের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা এতটাই স্পষ্ট যে সেই বক্তব্য নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর কোনো অবকাশ নেই।

মন্ত্রী সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, আওয়ামী লীগ এদেশের প্রাচীনতম বৃহৎ রাজনৈতিক দল এবং ঐতিহ্যগতভাবে গণতান্ত্রিক পন্থায় বিশ্বাসী। আওয়ামী লীগ অত্যন্ত আন্তরিকভাবে সব সময় চেয়েছে বিএনপি নির্বাচনে আসুক, স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করুক। সেই লক্ষ্যে আওয়ামী লীগের নীতি নির্ধারণী মহল থেকে বিভিন্ন সময় বিএনপিকে শর্তহীন আলোচনার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিএনপি সে সুযোগ গ্রহণ না করে সাংবিধানিকভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা পরিবর্তনের বদলে নির্মম নিষ্ঠুরভাবে পিটিয়ে মানুষ হত্যা, পুলিশ হত্যা, হাসপাতাল ও প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলার মতো জঘন্য কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করতে চেয়েছে। আগুন দিয়ে জীবন্ত মানুষকে লাশ বানানোর মতো বর্বরোচিত নাশকতার মাধ্যমে জনমনে চরম ভীতির সঞ্চার ও নির্বাচন বানচালের অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। দেশের জনগণের জানমালের নিরাপত্তার স্বার্থে ও সংবিধানকে সমুন্নত রেখে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার স্বার্থে এ ধরনের জঘন্য কর্মকাণ্ডে জড়িত সন্ত্রাসীদের ও সন্ত্রাসের মদতদাতাদের গ্রেফতার করা ছাড়া সরকারের কোনো গত্যন্তর ছিল না।

সেই সাথে তফশিল ঘোষণার পরও বিদ্যমান সংবিধানের আওতায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা নিয়ে নির্বাচন কমিশন বিএনপিকে বার বার আলোচনায় আসার এমনকি নির্বাচন পিছিয়ে দিয়েও বিএনপিকে নিয়ে নির্বাচন করার প্রস্তাব দিয়েছেন। তবুও বিএনপির পক্ষ থেকে কোনো ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়নি। এসব উদ্যোগের সূত্র ধরেই ড. রাজ্জাক তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। তিনি অকপটে খোলাশা করে বলেছেন যে, নির্বাচন ভন্ডুল করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করাই বিএনপির মূল লক্ষ্য। বিএনপি যদি তাদের ভুল বুঝতে পেরে নির্বাচনে আসতে রাজি হতো, তাহলে তারা হরতাল, অবরোধ, অগ্নিসন্ত্রাস ও সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ড থেকে নিবৃত্ত হতো। তখন যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের জামিন পাওয়া সহজ হতো।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো, চ্যানেল-২৪ কৃষিমন্ত্রীর পুরো বক্তব্য সঠিকভাবে উপস্থাপন করেনি। কৃষিমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে কোথাও বলেননি যে, এক রাতের মধ্যে বিএনপির সব নেতাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। সে কারণেই কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাকের এমন খোলামেলা বক্তব্যকে কোনো কোনো মহল বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে তাঁকে প্রশ্নবিদ্ধ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছেন। আশা করা যায় যে, তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হবে এবং সত্য আপন জ্যোতিতেই উদ্ভাসিত থাকবে।

#

কামরুল/পাশা/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৩/২০০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী    নম্বর: ২০৭৯

**জনগণ ভোট দিয়ে নির্বাচন বর্জনকারীদের মুখে কালিমা লেপন করবে**

**-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ৪ পৌষ (১৯ ডিসেম্বর):

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, আগামী ৭ জানুয়ারি উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দিয়ে নির্বাচন বর্জনকারীদের মুখে কালিমা লেপন করবে দেশের জনগণ। তিনি বলেন, সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ আজকে নির্বাচনমুখী, মানুষের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। এটি নির্বাচন বর্জনকারী ও প্রতিহতকারীদের মুখে চপেটাঘাত।

আজ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনা লিচুবাগান থেকে চট্টগ্রাম-কাপ্তাই সড়কের প্রায় ২০ কিলোমিটার প্রদক্ষিণ করে তাপবিদ্যুৎ ফটক এলাকা পর্যন্ত বিজয় র‍্যালির শুরুতে পথসভায় তিনি এ সব কথা বলেন।

রাঙ্গুনিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত এ শোভাযাত্রায় তিন শতাধিক যানবাহনে দল ও অঙ্গসংগঠনের কয়েক হাজার নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষ অংশ নেয়।

ড. হাছান বলেন, ‘একজন কাজের লোক ডিউটি করে ৮ ঘণ্টা আর আমি সময় দিই ১৬ থেকে ২০ ঘণ্টা। সকাল ৮ টায় ঘুম থেকে উঠে রাতের ২ টার আগ পর্যন্ত কোনো ঘুম নেই। একজন রাখাল যেভাবে খাটে, আপনাদের সন্তান হিসেবে আমি সেই পরিমাণ খাটাখাটি করি।’

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আপনাদের কাছে অনুরোধ, এই রাঙ্গুনিয়া ও বোয়ালখালী অংশে যে পরিমাণ উন্নয়ন হয়েছে, এগুলো আপনারা মাথায় রাখবেন। ৭ তারিখ মা-বোন, বউ-বাচ্চা ও নাতিদের নিয়ে ভোট সেন্টারে যাবেন, যারা ভোট বর্জন করতে চেয়েছিল, নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আমরা তাদের মুখে কালিমা লেপন করে দেবো ইনশআল্লাহ।’ দেশের উন্নয়ন নিয়ে তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেশ রচনার এবং তার সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার দেশ পরিচালনার সার্থকতা এখানেই যে, আজকে পাকিস্তান আমাদের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, পাকিস্তান এখন বাংলাদেশ হতে চায়।

নিজ নির্বাচনী এলাকা রাঙ্গুনিয়া উপজেলা ও বোয়ালখালী অংশের উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সমগ্র বাংলাদেশ আজকে বদলে গেছে। ১৫ বছর আগে উত্তর রাঙ্গুনিয়ার এক থেকে আরেক প্রান্তে যেতে সকাল থেকে বিকেল গড়িয়ে যেত। সাথে পোটলা নিয়ে যেতে হতো। সড়কগুলোর এমন করুণ অবস্থা ছিল যে মানুষের কোমর ব্যথা হয়ে যেত। আর এখন সর্বোচ্চ এক ঘন্টায় যে কোনো প্রান্তে পৌঁছানো যায়।’

মন্ত্রী বলেন, ‘বর্তমানে গ্রামের আর শহরের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে এখন টিভি-ফ্রিজ, ইন্টারনেটের লাইন, এগুলো আগে ছিল না। এগুলো সম্ভব হয়েছে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের কারণে।’

মুক্তিযুদ্ধে এলাকার মানুষের ত্যাগ-তিতিক্ষা স্মরণ করে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান বলেন, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই রাঙ্গুনিয়ার অনেক মানুষ জীবন দিয়েছে। অনেককে কর্ণফুলী নদীর তীরে দাঁড় করিয়ে গুলি করে নদীতে লাশ ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে। চন্দ্রঘোনায় পাকিস্তানিদের ক্যাম্প থেকে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে নির্যাতন চালানো হতো। পদুয়া ইউনিয়নে একদিনে ১২শ’ বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল। রাঙ্গুনিয়ার বিভিন্ন জায়গাতেও বহু বাড়ি-ঘর জ্বালানো হয়েছে।

রাঙ্গুনিয়া উপজেলা চেয়ারম্যান স্বজন কুমার তালুকদার, উত্তর জেলা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের মধ্যে আবুল কাশেম চিশতি, মোঃ শাহজাহান সিকদার, নজরুল ইসলাম তালুকদার, মোঃ ইদ্রিছ আজগর, মুহাম্মদ আলী শাহ, কামরুল ইসলাম চৌধুরী, ইফতেখার হোসেন বাবুল, আকতার হোসেন খান, শফিকুল ইসলাম, আবদুল মোনাফ সিকদার, ইঞ্জিনিয়ার শামসুল আলম তালুকদার প্রমুখ মন্ত্রীর সাথে শোভাযাত্রার অগ্রভাগে ছিলেন।

#

আকরাম/পাশা/শফি/মোশারফ/সেলিম/২০২৩/১৮৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৭৮

টেলিভিশনে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য

**সকল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া**

ঢাকা, ৪ পৌষ (১৯ ডিসেম্বর):

সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ অন্যান্য ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বার্তাটি স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো :

মূলবার্তা :

**‘আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী (TRP) তালিকাভুক্তির আবেদনের শেষ তারিখ ২৫ জানুয়ারি ২০২৪। টিআরপি সহায়িকা পেতে www.nbr.gov.bd এবং আবেদনের জন্য http://bcsta.teletalk.com.bd ভিজিট করুন।’ - বিসিএস (কর) একাডেমি**

#

হাফিজ/পাশা/শফি/মোশারফ/রেজাউল/২০২৩/১৮৩০ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৭৭**

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে নৌকায় ভোট দিন

--- এনামুল হক শামীম

**শরীয়তপুর, ৪ পৌষ (১৯ ডিসেম্বর) :**

**শরীয়তপুর-২ আসনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ও পানি সম্পদ উপমন্ত্রী একেএম এনামুল হক শামীম বলেছেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা বাস্তবায়ন এবং অসমাপ্ত উন্নয়নকাজ শেষ করে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে আবারো নৌকায় ভোট দিন। দেশে আওয়ামী লীগের চেয়ে অন্য কোনো দলের এমন দেশপ্রেম নেই। আজকে জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় তুলে এনেছেন, যার বাস্তবায়ন করতে হবে। এটি বাস্তবায়ন করতে হলে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকেই জয়ী করতে হবে।**

**আজ শরীয়তপুর-২ নির্বাচনি এলাকার নড়িয়া উপজেলার জপসা, কেদারপুর ও ফতেজঙ্গপুর ইউনিয়নে নৌকার পক্ষে গণসংযোগ ও প্রচারণাকালে উপমন্ত্রী এসব কথা বলেন।**

**এনামুল হক শামীম বলেন, বিগত ১৫ বছরে জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশের যে উন্নয়ন করেছেন তা নবীন প্রজন্মের অনেকেই বুঝবে না, কারণ তারা দেখেনি, কোন দূরবস্থা থেকে বাংলাদেশ আজকের সম্মানজনক অবস্থানে এসেছে। আজকে বাংলাদেশ বদলে যাওয়া এক দেশ। কারণ, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে। তাই নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আবারো আপনাদের সেবা করার ও যেসব কাজ অসমাপ্ত রয়েছে সেগুলো শেষ করার সুযোগ দিবেন।**

**উপমন্ত্রী আরো বলেন, এখনো দেশ বিরোধী বিএনপি ও তাদের দোসররা ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। তারা দেশের উন্নয়ন চায় না, তারা দেশে সুশাসন চায় না। ওরা ধ্বংস করতে জানে, মানুষের কল্যাণ করতে জানে না। কাজেই এদের থেকে জনগণকে সাবধান থাকতে হবে।**

**নৌকার প্রার্থী এনামুল হক শামীম নড়িয়া ও সখিপুরের জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বলেন, ২০১৮ সালে আপনারা আমাকে ভোট দিয়ে এমপি বানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বদৌলতে নড়িয়ায় এখন আর নদীভাঙন নেই। নড়িয়ায় বেড়িবাঁধ হয়েছে। চরআত্রা ও নওপাড়ায় বেড়িবাঁধ হয়েছে। সখিপুরে বেড়িবাঁধ হচ্ছে। সেখানে সাবমেরিন ক্যাবল দিয়ে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুতের সাব স্টেশন হচ্ছে। আগামী ৫০ বছরেও বিদ্যুৎ সমস্যা হবে না। ফায়ার সার্ভিস হয়েছে। নড়িয়া ও সখিপুর সব দিক থেকে এগিয়ে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগখাতে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। শরীয়তপুরে বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হচ্ছে। সরকারি প়লিটেকনিক ইনস্টিটিউট হচ্ছে। নড়িয়া-সখিপুরে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই জনপদের মানুষ কখনো বঙ্গবন্ধু, শেখ হাসিনা ও নৌকার প্রশ্নে আপোস করে নাই, আগামীতেও করবে না। নৌকার জয় হবেই, ইনশাআল্লাহ।**

**এসময় উপস্থিত ছিলেন নড়িয়া উপজেলা চেয়ারম্যান একেএম ইসমাইল হক, মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান নাজমা মোস্তফা, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা উপ কমিটির সদস্য মিজানুর রহমান হিমুসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ।**

**#**

**গিয়াস/পাশা/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৩/১৯০০ঘণ্টা**

তথ্যবিবরণী                                                                                       নম্বর : ২০৭৬

**কোভিড-১৯** **সংক্রান্ত** **সর্বশেষ** **প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৪ পৌষ (১৯ ডিসেম্বর):

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী সোমবার সকাল ৮টা থেকে আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৫ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১ দশমিক ১৫ শতাংশ। এ সময় ৪৩৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৭৭ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৩ হাজার ৮৬৩ জন।

#

সুলতানা/পাশা/শফি/মোশারফ/রেজাউল/২০২৩/১৬২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ২০৭৫

**প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্মকর্তা-কর্মচারি কল্যাণ তহবিলের উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপিত**

   ঢাকা, ৪ পৌষ (১৯ ডিসেম্বর):

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্মকর্তা-কর্মচারি কল্যাণ তহবিলের উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে গত ১৭ ডিসেম্বর তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

কল্যাণ তহবিলের সভাপতি মোঃ মকবুল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন, প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী বেগম নিলুফার আহমেদ ও ড. শহীদ হোসাইন, এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক মোঃ আখতার হোসেন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক (প্রশাসন) মোঃ আহসান কিবরিয়া সিদ্দিকিসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

শেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

#

মকবুল/জামান/সিদ্দীক/রাসেল/মাসুম/২০২৩/১৫৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ২০৭৪

**সন্ত্রাস ও নাশকতা নিরাপদ রেল চলাচলের জন্য হুমকি**

**-রেলমন্ত্রী**

   ঢাকা, ৪ পৌষ (১৯ ডিসেম্বর):

  রেলমন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন বলেছেন, রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও নাশকতা নিরাপদ রেল চলাচলের জন্য হুমকি। রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে যোগাযোগ ব্যবস্থায় যে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছিল সেখানে একমাত্র রেল চলাচল স্বাভাবিক ছিলো। এখন রেল যোগাযোগ ব্যবস্থায় পরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালানো হচ্ছে।

  আজ রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে দেশের বিভিন্ন স্থানে রেলওয়েতে নাশকতা বিষয়ে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় কালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, যাত্রী হয়ে ট্রেনে উঠে নিরাপদ রেলে নাশকতা ঘটনা ঘটাচ্ছে। বাসের বদলে ট্রেনকেই এখন প্রধান হাতিয়ার করা হচ্ছে এবং পরিকল্পিত দূর্ঘটনা ঘটাতে ফিশপ্লেট খুলে দিচ্ছে।

সকালে তেজগাঁওয়ে মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেসে নাশকতা সম্পর্কে রেলমন্ত্রী বলেন, বিমানবন্দর স্টেশন ছেড়ে তেজগাঁও আসলে ট্রেনে আগুণ ধরিয়ে দেওয়া হয়। তিনটি কোচ পুড়ে যায়, ৪ জন মারা গিয়েছে। রাজনৈতিক কর্মসূচি দিতেই পারে কিন্তু সহিংসতা করতে পারে না বলে মন্তব্য করেন রেলমন্ত্রী ।

সন্ত্রাসীরা এ ধরণের কর্মকান্ড করে যেন রেল চলাচলে বিঘ্ন ঘটাতে না পারে। সে বিষয়ে রেলের নিরাপত্তা বাহিনী ও পুলিশের সাথে মন্ত্রী কথা বলেছেন।

মন্ত্রী নাশকতার বিষয়ে সাংবাদিকসহ দেশের জনগণকে সজাগ থাকা এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান জানান।

#

সিরাজ/জামান/সিদ্দীক/সাজ্জাদ/মাসুম/২০২৩/১৪১০ ঘণ্টা

Handout Number : 2073

**Foreign Minister attends condolence event of Kuwait’s Amir**

Dhaka, 19 December:

Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen attended the condolence event last evening at the Amiri Diwan on the sad demise of the Amir of the State of Kuwait Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah on behalf of the Government of the People’s Republic of Bangladesh.

The Foreign Minister was granted an audience with the new Amir of Kuwait Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. Dr. Momen conveyed the deep condolences and sympathies from Prime Minister Sheikh Hasina and President Mohammed Shahabuddin for the bereaved members of the Royal Family and for brotherly people of Kuwait.

  Foreign Minister also conveyed warm greetings to the new Amir from the Prime Minister Sheikh Hasina and President Mohammed Shahabuddin on his assumption of the office of the Amir of the State of Kuwait.

  During the audience, the Dr. Momen recalled the great contribution of late Amir to the welfare of Bangladesh community in Kuwait and to the strengthening of the bilateral ties between Bangladesh and Kuwait.

  Foreign Minister also extended invitation from the Prime Minister Sheikh Hasina to visit Bangladesh shortly to which the new Amir responded positively. In response, the Kuwaiti Amir thanked the Foreign Minister and his delegation to attend the condolence event and lauded the Prime Minister Sheikh Hasina for her dynamic leadership in transforming the people's lives in Bangladesh.

Dr. Momen led a 4-member delegation to the condolence event including the Ambassador of Bangladesh to Kuwait, Director General (West Asia) and Director (FMO) of the Ministry of Foreign Affairs, Dhaka.

#

Masum/Zamam/Siddik/Sazzad/Asma/2023/1315 hours

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৭২

**বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৪ পৌষ (১৯ ডিসেম্বর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ‘বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ দিবস ২০২৩’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এ বাহিনীর সকল সদস্যকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

‘সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী’ বিজিবি ২২৮ বছরের একটি ঐতিহ্যবাহী বাহিনী। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের দিকনির্দেশনায় এ বাহিনীর সদস্যরা মুক্তিযুদ্ধের সর্বাত্মক প্রস্তুতি শুরু করেন। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা তৎকালীন ইপিআর’র ওয়্যারলেসের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে যায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আপামর জনসাধারণের সঙ্গে এ বাহিনীর সদস্যরা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ বীরত্বের জন্য এ বাহিনীর দু’জন বীরশ্রেষ্ঠসহ ১১৯ জন মুক্তিযোদ্ধা সদস্য খেতাবপ্রাপ্ত হয়েছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর ৮১৭ জন অকুতোভয় সদস্য তাঁদের জীবন উৎসর্গ করে বিজিবি’র ইতিহাসকে মহিমান্বিত করেছেন। আমি তাঁদের এ আত্মত্যাগ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। ২০০৮ সালে ‘স্বাধীনতা পদক’ অর্জন মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর বিশেষ অবদানেরই অনন্য স্বীকৃতি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালের ৫ ডিসেম্বর তৎকালীন বাংলাদেশ রাইফেলস এর ৩য় ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজের ভাষণে নবীন সৈনিকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন- “ঈমানের সাথে কাজ করো, সৎ পথে থেকো, দেশকে ভালোবাসো।” জাতির পিতার আহ্বানে উজ্জীবিত হয়ে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের সদস্যগণ দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও সীমান্ত সুরক্ষার পাশাপাশি সীমান্ত অপরাধ দমন, চোরাচালান প্রতিরোধ, মানব ও মাদক পাচাররোধে অত্যন্ত দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে দিনরাত নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মাদকের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ সরকারের ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি বাস্তবায়নে এবং মাদকমুক্ত দেশ ও সমাজ গঠনে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানসহ অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান, সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ দমন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ দেশের যেকোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় এবং দেশ গঠন ও বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে আসছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ। সাম্প্রতিককালে রাজধানী ঢাকার বঙ্গবাজার, নিউমার্কেট ও মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান, উদ্ধার তৎপরতা ও আশপাশের এলাকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ পেশাদারিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে।

আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে এ বাহিনীকে যুগোপযোগী ও আধুনিক সীমান্তরক্ষী বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার কাজ শুরু করে। এলক্ষ্যে ‘বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন ২০১০’ প্রণয়নসহ ‘বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ভিশন-২০৪১’ এর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাহিনীর পুনর্গঠন ও কমান্ডস্তর বিকেন্দ্রীকরণের জন্য নতুন নতুন রিজিয়ন, সেক্টর, ব্যাটালিয়ন ও বিওপি স্থাপন করে প্রয়োজনীয় জনবল বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে এই বাহিনীর জনবল ৯২ হাজারে উন্নীত হবে। আমি বিশ্বাস করি, সীমান্তে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পেশাগত উৎকর্ষতার কোনো বিকল্প নেই। উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ‘বর্ডার গার্ড ট্রেনিং সেন্টার এন্ড কলেজ’ সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম এর পাশাপাশি চুয়াডাঙ্গায় অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ সুবিধা সংবলিত আরো একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশকে একটি বিশ্বমানের আধুনিক সীমান্তরক্ষী বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের সরকার নানামূখি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে অত্যাধুনিক এমআই-১৭১-ই প্রযুক্তির হেলিকপ্টার, অত্যাধুনিক এন্টিট্যাংক গাইডেড উইপন, আর্মার্ড পার্সোনেল ক্যারিয়ার (এপিসি), রায়ট কন্ট্রোল ভেহিক্যাল, অল টেরেইন ভেহিক্যাল (এটিভি) এবং উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিভিন্ন সিরিজের হাইস্পিড ইন্টারসেপ্টার জলযান ও এয়ারবোট সংযোজন করে বিজিবিকে ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। কম্পোজিট বিওপি নির্মাণের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সুসংহত করা হয়েছে। আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে সীমান্তে **নিশ্ছিদ্র** নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সীমান্তের ঝুঁকিপূর্ণ ও স্পর্শকাতর এলাকায় ‘স্মার্ট ডিজিটাল সার্ভেইল্যান্স এন্ড ট্যাকটিকাল বর্ডার রেসপন্স সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া, পার্বত্য সীমান্ত ও দুর্গম এলাকায় বসবাসকারী জনসাধারণের জন্য ১ হাজার ৩৬ কিলোমিটার সীমান্ত সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ ও পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। আভিযানিক দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সৈনিকদের দৈনন্দিন জীবনযাপন সহজ ও সুন্দর করার জন্য সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনাকে সুসংহত করা হয়েছে।

আমি আশা করি, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার পাশাপাশি দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণে এ বাহিনীর প্রতিটি সদস্য মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে সততা, নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার সঙ্গে তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব আন্তরিকভাবে পালন করবেন।

আমি ‘বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ দিবস ২০২৩’ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

নুরএলাহি/জামান/সিদ্দীক/রাসেল/কলি/আলী/আসমা/২০২৩/১১০০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৭১

**বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৪ পৌষ (১৯ ডিসেম্বর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ‘বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) দিবস ২০২৩’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) দিবস ২০২৩’ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আমি এ বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বীরত্ব ও ঐতিহ্যে গৌরবমণ্ডিত ‘সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী' বিজিবি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাক-হানাদার বাহিনী ঢাকার পিলখানাস্থ তৎকালীন ইপিআর সদর দপ্তর ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসহ সারাদেশে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ইপিআরের ওয়্যারলেসযোগেই বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে যায়। মহান মুক্তিযুদ্ধে বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ এবং বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফসহ এ বাহিনীর ৮১৭ জন অকুতোভয় সদস্য আত্মোৎসর্গ করে দেশপ্রেমের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। মুক্তিযুদ্ধে গৌরবময় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এ বাহিনীকে ২০০৮ সালে স্বাধীনতা পদকে ভূষিত করা হয়। মুক্তিযুদ্ধসহ দেশমাতৃকার সেবায় বিভিন্ন সময়ে বিজিবির যে সকল সদস্য আত্মত্যাগ করেছেন, আমি তাঁদের আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করছি।

স্বাধীনতার পরপরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ বাহিনীর পুনর্গঠন ও আধুনিকায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিজিবিকে একটি আধুনিক সীমান্তরক্ষী বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে সরকার ‘বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন ২০১০’ প্রণয়ন ও ‘বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ভিশন-২০৪১’ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ফলে এ বাহিনীর সার্বিক কর্মকাণ্ডে গতি সঞ্চারিত হয়েছে। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একটি বিশ্বমানের আধুনিক সীমান্তরক্ষী বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিজিবিতে সংযোজন করা হয়েছে অত্যাধুনিক বিভিন্ন সরঞ্জাম। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশকে একটি ত্রিমাত্রিক সীমান্তরক্ষী বাহিনী হিসেবে জল, স্থল ও আকাশপথে দায়িত্ব পালনের জন্য গড়ে তোলা হয়েছে। ‘সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী' হিসেবে সীমান্তের সার্বিক সুরক্ষা, চোরাচালান প্রতিরোধ, নারী-শিশু এবং মাদক পাচাররোধে বিজিবি সদস্যরা নিরবচ্ছিন্ন দায়িত্ব পালন করছে। দেশের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ যেকোনো জাতীয় সংকট ও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায়ও বিজিবি প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে।

২০৪১ সালের মধ্যে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নত-সমৃদ্ধ ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ গড়তে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে অবদান রাখতে হবে। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের সদস্যরা মহান মুক্তিযুদ্ধ ও দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সততা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমে এ অগ্রযাত্রায় শামিল হবেন- এ প্রত্যাশা করছি।

আমি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-এর অব্যাহত সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/জামান/সিদ্দীক/রাসেল/আলী/মাসুম/২০২৩/১০৪০ ঘন্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ